মহাকালী পাঠশালা

ঊনবিংশ শতকে বাংলায় নারী শিক্ষার ইতিহাসে মহাকালী পাঠশালা অতি গুরুত্বপূর্ণ এক প্রতিষ্ঠান। ১৮৯৩ সালে মাতাজী মহারাণী তপস্বিনী, কলকাতায় এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তার পূর্ব নাম মাতাজী গঙ্গাবাঈ। দক্ষিণ ভারতের রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যা গঙ্গাবাঈ ছিলেন সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দু ধর্মীয় সাহিত্যে সুপন্ডিত। তিনি ঝাঁসির রাণীর বাহিনীতেও যুক্ত ছিলেন। যুদ্ধবিদ্যা, অশ্বারোহন, তলোয়ার চালানোয় দক্ষতার জন্য, ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের সময় রাণী তাকে দেহরক্ষী হিসাবে নিযুক্ত করেন। ১৮৯১ সাল নাগাদ তিনি কলকাতায় আসেন, নারীশিক্ষা সম্পর্কিত একটি বিধিবদ্ধ ধারণাকে সঙ্গে করেই।সেইসময়ের অন্যান্য পুরাতনপন্থী সংস্কারকদের মতোই গঙ্গাবাঈ বিশ্বাস করতেন হিন্দু সমাজের পুনর্সংস্কার সমাজের অভ্যন্তরে থেকেও সম্ভব। বলা হয়ে থাকে, বিদেশী আর্থিক সহযোগীতা ছাড়া,এদেশে, মেয়েদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে, এই পাঠশালা সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ দেশীয় উদ্যোগে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠান।

এই বালিকা বিদ্যালয় গড়ে তোলার পিছনে তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দু মেয়েদের মধ্যে ধর্মভাব ও নৈতিকতার মনোভাব প্রথিত করা। তিনি হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের গণ্ডীর মধ্যে থেকেই ধর্মীয় নীতিগুলিকে মান্য করেই, ঐ আদর্শে এই বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। যাতে কিনা হিন্দু বালিকাদের মধ্যে ধর্মীয়বোধ জাগৃত হয় ও হিন্দু উচ্চবর্গীয় মহিলাদের শিষ্টাচার বালিকারা সহজেই রপ্ত করতে পারে। এইধরণের বিদ্যালয় স্থাপনের পিছনে, ভারতে, পাশ্চাত্য নারীশিক্ষার বিপুল বিস্তারের প্রতি তাঁর বিরূপ মনোভাবের আভাস পাওয়া যায়। তাঁর মতে, পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে মেয়েদের যে ধরনের শিক্ষা দেওয়া হত, তা সনাতন হিন্দু সমাজের আদর্শ বহির্ভূত। বালিকাদের আদপেই ঐতিহ্যশালী হিন্দু সংস্কৃতির স্বরূপ বিষয়ে কোন ধারণাই তৈরি হওয়ার সুযোগ ছিল না পাশ্চাত্যধারার বিদ্যালয়গুলিতে।

মহাকালী পাঠশালা ছিল সর্বপ্রথম ভারতীয় আদর্শে গঠিত মহিলা বিদ্যালয়। স্বামী বিবেকানন্দ সহ সমাজের বিশিষ্টরা এই কাজে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন। ১৮৯৭ সালে বিবেকানন্দ এই বিদ্যালয় পরিদর্শনে আসেন ও পরিকাঠামো দেখে সন্তুষ্ট হন। এখানে শিক্ষক রূপে কোন বিদেশী কোনদিন নিয়োজিত হননি। এই পাঠশালার প্রতিষ্ঠাতারা যদিও নারী শিক্ষায় ‘বিদ্যালয়’- গড়ে তোলার ধারণাকে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু পুরুষ আর মহিলা শিক্ষার্থীদের পাঠক্রম যে এক হতে পারেনা এই বিষয়ে তাদের সহমত ছিল এবং বালক-বালিকা একসঙ্গে

পঠনপাঠন করতে পারবেনা এই বিষয়টির উপরেও তারা গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এই বিদ্যালয়ের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, হিন্দুধর্মপ্রাণা নৈতিকতাবাদী মহিলা গোষ্ঠী তৈরি করা, যারা আগামী প্রজন্মের মধ্যে দিয়ে শিক্ষিত হিন্দু সমাজ গড়ে তুলতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে।

মাতাজী এই পাঠশালা তৈরী করেছিলেন নিজস্ব পাঠক্রমের ভিত্তিতে। জাতীয়তাবাদী পুনরুজ্জীবনবাদীদের সঙ্গে তাঁর ভাবনায় যথেষ্ট মিল ছিল। এই পাঠশালায় পড়ানো হত- ধর্মগ্রন্থ, ইতিহাস, কিংবদন্তি, যেগুলির মধ্যে দিয়ে কন্যা, স্ত্রী, মাতা ও ভগিনীরূপে পরিবারে নারীর কর্তব্য ও ধর্মকে তুলে ধরা হত। এছাড়া সিবণ শিক্ষা এবং রন্ধনের পাঠকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। সেযুগে সমাজে একটি ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে, মেয়েরা শিক্ষিত হলে রান্নাঘরে ঢুকতে চাইবে না। ফলে চিরাচরিত ভারতীয় পরিবার ব্যবস্থা বিপর্যয়ের মুখে পড়তে পারে। তাই মাতাজী তাঁর পাঠশালায় যেমন এই বিষয় শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তেমনি একই সঙ্গে, ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতিরও শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। হিন্দু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজ, যারা নারীশিক্ষাকে অল্পবয়স্কা হিন্দু মহিলাদের অধঃপতন বলে মনে করতেন, তারা এই বিদ্যালয়ে পাঠক্রমের যথেষ্ট প্রশংসা করেছিলেন।

অর্থনৈতিক সহায়তা ক্রমশ বাড়তে থাকায়, দশ বছরের মধ্যে এই বিদ্যালয়ের ২৩ টি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ও বিদ্যার্থী সংখ্যা ৪৫০ এর গণ্ডী অতিক্রম করে। বিদ্যালয়ে পঠনপাঠনের জন্যে বই এর চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায়, মহাকালী পাঠশালা নিজ প্রকাশনী সংস্থা গড়ে তোলে। যেখান থেকে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় পাঠ্য বই প্রকাশ শুরু হয়। এই বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকেরা যেহেতু ধর্মীয় নিয়ম নীতি, গৃহকর্ম শিক্ষা ও পর্দাপ্রথার প্রচলন – এই বিষয়গুলির উপর সবচেয়ে বেশী জোর দিয়েছিলেন, তাই খুব অল্প সময়ের মধ্যে, ভারতীয় রক্ষণশীল সমাজে এই বিদ্যালয় যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিল।

১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর এই বিদ্যালয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় এবং পুরাতন পাঠক্রম ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে শুধু পূজা অর্চনার বিষয়গুলিতেই সংরক্ষিত করা হয়। বিংশ শতকের প্রথম পর্বে এই বিদ্যালয়ের সুপ্রতিষ্ঠা, খ্যাতি ও বহু শাখা এটাই প্রমান করে যে, হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতাকে বজায় রেখে, বাংলার পুরাতনপন্থী সংস্কারকরা, নারী শিক্ষার যে বীজ রোপণ করেছিলেন, তা পরবর্তীকালে, কলকাতা তথা সমগ্র ভারতে নারী শিক্ষার মহীরূহকে কে আরো প্রাণবন্ত করে তুলেছিল।